১লা মার্চ 'যুক্তিবাদী দিবস' হিসেবে পালন করুন

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

লেখা আহ্বানঃ

'যুক্তিবাদ' শব্দটি আমাদের স্বকপোলকল্পিত নয়। মানুষের দর্শন ও চিন্তাজগতে যুক্তিবাদের স্ফুরণ হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের ইতিহাস সম্ভবতঃ পৃথিবীতে সবচাইতে প্রাচীন। ঐতিহাসিকদের গবেষণালব্ধ প্রমাণে আমরা আজ জেনেছি যীশুখ্রীষ্টের জন্মসাল হিসেবে যে সময়টিকে ভাবা হয়, তারও প্রায় তিনহাজার বছর পূর্বে যুক্তিবাদ জন্মলাভ করে - এই ভারতবর্ষেই। বৃহস্পতি, ধীষণ, পরমেস্তিন, ভৃগু, চার্বাক, কপিলা, সাংখ্য, মহাবীর, কশ্যপমুনি, জাবালি, মসকরী গোষল, পুরন্দর, চানক্য, রাজাবেন, বাৎসায়ন, ভাগুরী প্রমুখ চিন্তাশীল মানুষেরা সেই সময়কার, অর্থাৎ- খ্রীষ্টপূর্বাব্দের যুক্তিবাদী। মূলতঃ বেদকে 'ঈশ্বরের বানী' হিসেবে মেনে না নেওয়ার প্রক্রিয়া (সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যবাদ) থেকে ভারতবর্ষে একসময় যে যুক্তিবাদের উত্থান, তা পরবর্তীতে প্রবলবেগে ত্বরানিত হয়েছে অজ্ঞেয়বাদী জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের মাধ্যমে।

'যুক্তি' মানুষের সহজাতবৃত্তিপ্রসূত। মুক্ত-বুদ্ধি ও মুক্ত-মন মানুষকে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছুতে সহায়তা করে। অপরদিকে রক্ষণশীলতা আর শাস্ত্রানুগত্য মৌলবাদ মানুষকে সর্বদা পেছনের দিকে টানে। আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বাস এবং যুক্তির সরাসরি সংঘাতের ভিত্তিতে যে সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন ফোরামগুলোতে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে, তা আমরা মনে করি প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ-চার্বাকদের লড়াইয়েরই একটি বর্ধিত, অগ্রসর ও প্রায়োগিক রূপ। এ এক আভিনব সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বাঙালির এক নবজাগরন যেন। গত কয়েক বছরে স্বচ্ছ চিন্তাচেতনা সম্পন্ন মুক্ত-মনা যুক্তিবাদীদের বিশাল উত্থানে শঙ্কিত হয়ছে, সন্ত্রস্ত হয়েছে অপশক্তি। যুক্তিবাদের প্রবল জয়যাত্রাকে

রুখতে তারাও একজোট হতে চেষ্টা করেছে; যুক্তির লড়াইয়ে পিছু হটে তারা কখনও নিজেদের নিয়োজিত করেছে লেখকদের ব্যক্তিগত চরিত্রহননে, কখনও বা মুখোশ উন্মোচনে। মুক্ত-মনাদের পাল থেকে আন্দোলনের হাওয়া কেড়ে নিতে কোথাও বা জন্ম নিয়েছে '*সব ধর্মকেই সমান ভাবে তুষ্ট করে চলা*' মেকি এবং কাগুজে প্রগতিশীল সেকুলারিষ্ট। বোঝাই যাচ্ছে যুক্তিবাদের পথ ধরে বিজ্ঞানমুখী আধুনিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা আজ অনিবার্য শ্রেনীদ্বন্দ্বের মুখোমুখি। একটা সময় আমরা দেখেছি ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসানের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদের বিকাশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের পরিক্রমায় আমারা একে একে দেখেছি ভারতীয় লোকায়াত বা চার্বাক দর্শন, গ্রীসের আয়োনিয়ার বস্তুবাদী দর্শন, পশ্চিম এশিয়ার মুসলিমদের মোতাজিলা দর্শন, ইউরোপের দার্শনিকদের (বেকন, লক, হবস, হিউম প্রমুখ) ইহজাগতিক দর্শন, ফরাসী বিপ্লব, ইউরোপের রেঁনেসা এবং উনিশ শতকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিওদের কল্যাণে বাঙালিদের নবজাাগরণ; আমারা সেই ঐতিহ্যের অনুসারী, জাতীয়ভাবে আমরা সহজিয়া, বাউলিয়ানার মত বিভিন্ন অজ্ঞেয় লোকজ মতবাদ, বিভিন্ন সমমনা ইহজাগতিক সংগঠন ও ব্যক্তির যুক্তিবাদী ভাবধারার উত্তরসূরী।

[ছবিঃ বিগত বছরে 'যুক্তিবাদী দিবস' উপলক্ষে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠান]

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, কুপমন্ডুকতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিনিষ্ঠ এক প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনগনের মধ্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি ভারতে প্রবীর ঘোষের নেতৃত্বে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' সেদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বেই 'যুক্তিবাদী' চিন্তা আজ সেখানে ব্যক্তিগন্ডি অতিক্রম করে আন্দোলনের রূপ পেয়েছে : আন্দোলনে আন্দোলিত হয়েছে লক্ষ-কোটি মানুষ, আন্দোলিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাট্য সংস্থা বিজ্ঞান ক্লাব সহ বহু সংগঠন; এরা অংশ নিয়েছে যুক্তিবাদী চিন্তার বাতাবরণ সৃষ্টিতে। কুসংস্কার, ভাববাদ, আধ্যাত্মবাদ, নিয়তিবাদ ও অলৌকিকতা-মুক্ত এক স্পর্ধিত বাঙালি প্রজন্ম গড়ে তুলতে একসময় সৃষ্টি হয়েছে প্রথম ওয়েব ভিত্তিক কুসংস্কার বিরোধী বাঙালি আলোচনাচক্র- 'মুক্ত-মনা'। প্রত্যাশা বেড়েছে অনেক। তৈরী হয়েছে নতুন নতুন প্রতিশ্রুতিশীল লেখক। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা, সাফল্য আর প্রেরণা থেকেই আমরা দেখেছি পরবর্তীতে পাঠকসমাজে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়েছে 'এফ.এফ.আই', 'ভিন্নমত' বা 'মুক্ত-চিন্তা'র মত ফোরামগুলো। আমাদের দেশেও 'বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ', 'জনবিজ্ঞান আন্দোলন', 'মুক্ত চিন্তা চর্চা কেন্দ্র', 'বাংলাদেশ যুক্তিবাদী সমিতি' -বিভিন্ন নামে সংগঠন গড়ে উঠেছে প্রায় একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে।

আমাদের বৌদ্ধিক মানসক্ষেত্রে নবজাগরনের ব্রত নিয়ে আমারা ঠিক করেছি বছরের একটি বিশেষ দিনকে 'যুক্তিবাদী দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। বিভিন্ন সমমনা সংগঠণগুলোর সাথে মত-বিনিময় করে সেই দিনটি ঠিক করা হয়েছে *১লা মার্চ* মুক্ত-মনার পক্ষ থেকে এই প্রথমবারের মত এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যদিও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে অনেক আগেই। সেই বিশেষ দিনটিতে আমারা আলোর মশাল আরো বেশী করে জ্বালবো- আলোর মশাল জ্বেলে চিন্তা-চেতনার কোনে জড় হয়ে উঠা কুসংস্কারের ভুতকে আরো বেশী করে হটিয়ে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা লেখকদের কাছ থেকে প্রগতিশীল লেখা আহ্বান করছি। ধর্ম, অন্ধ-বিশ্বাস, সাম্রাজ্যবাদ, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং মুক্ত-চিন্তার উপর আলোকপাত করে লেখা ছাড়াও আরজ আলী মাতুব্বর, আহমদ শরীফ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বেকন, চার্বাক, ডিরোজিও, ম্যাডলান মারী, বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামাল, বুভ্যায়া, ডঃ আব্রাহাম কোভুর প্রমুখ প্রগতিশীল মানব-মানবীর জীবনের উপর আলোকপাত করে নান্দনিক এবং সমালোচনামূলক লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

১লা মার্চ লেখকদের সকল লেখা আমাদের ওয়েবসাইট এবং ফোরামে প্রকাশ করা হবে। পরবর্তীতে নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহ আমাদের নিজস্ব প্রকাশনার মাধ্যমে বই আকারে প্রকাশের আকাঙ্খা রইল।

মুক্ত-মনায় আপনার প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা :
mukto-mona@yahoogroups.com

পার্থিব সমাজ গড়ে উঠুক মানবতা আর যুক্তির নিরিখে।

যুক্তিবাদী শুভেচ্ছা সহ,
অভিজিৎ রায়।
Thursday, February 19, 2004
E-mail: charbak_bd@yahoo.com
www.mukto-mona.com